দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 23 MAY 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

৪

07

# মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষা

মেডিক্যাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত রক্তা-রক্তির পথ ধরিয়াছে। গত শনিবার অপরাহ্নে ইহার প্রথম সূচনা হয়। প্রকাশিত খবর হইতে জানা যায় যে, একদল ছাত্র-ছাত্রী মেডিক্যাল পরীক্ষা বাতিলের দাবীতে একটি সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশ চলার সময় বিশ-পঁচিশজনের একটি 'তরুণ দল' আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা প্রথমে ভাব জমায়। ইহার পর বক্তৃতা করার অনুমতি নিয়া পরীক্ষা বাতিলের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিতে থাকে। আন্দোলনকারী ছাত্র-ছাত্রীরা ইহার প্রতিবাদ জানায়। ফলে হৈ-হট্টগোলের মধ্যে আগন্তুক 'ছাত্ররা' একজনকে ছুরিকাঘাত করে। আন্দোলনকারী ছাত্র-ছাত্রীরা পরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জঘন্য ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়।

চলতি বছর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির জন্য গৃহীত পরীক্ষা প্রথম হইতেই একটি বিতর্কিত বিষয়ে পরিণত হয়। বেশীরভাগ ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হইয়া পড়ার অভিযোগ করে। তাহারা দাবী করে যে, ঢাকার একটি কোচিং সেন্টার প্রশ্নপত্র ফাঁস করিয়া উক্ত সেন্টারের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই উক্ত সেন্টারের ছাত্র-ছাত্রী নয়, এমন পরীক্ষার্থীদের জন্য প্রতিকূল পরিবেশ তৈরী হয়। তাহারা পরীক্ষা বাতিল করিয়া ন্যায় বিচারের স্বার্থে নূতনভাবে পরীক্ষা গ্রহণের দাবী জানায়। এই উদ্দেশ্যে একটি সংগ্রাম পরিষদও গঠন করা হয়। দীর্ঘ সংগ্রামের ফলশ্রুতি হিসাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি তদন্ত করার ব্যবস্থা করেন। তদন্তে অভিযোগ ঠিক নয় বলিয়া দাবী করা হয়। কিন্তু আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীরা তদন্তের সুষ্ঠুতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে। ফলে পরিস্থিতি পূর্ববৎ থাকিয়া যায়।

মেডিক্যাল এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সবসময়ই বেশী। ইহার মূল, ভবিষ্যৎ চিন্তা। ছাত্র-ছাত্রী এমনকি, অভিভাবকরাও মনে করেন যে, এই দুইটি বিষয়ের যে কোনটি পড়িতে পারিলে অন্ততঃ ভাতে মরিতে হইবে না। দেশে না হোক, বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাওয়া যাইবে। কিন্তু এই দুইটি ক্ষেত্রেই ভর্তির সুযোগ সীমিত। এক হাজার সিট খালি থাকিলে দরখাস্ত পড়ে দশ হাজার। দরখাস্তকারীদের প্রায় সকলেই মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী। আর তাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় তীব্র। এই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে একজন একটু বাড়তি সুবিধা পাইয়া গেলে অন্যজনের আর কোন সুযোগ থাকে না।

প্রশ্নপত্র সত্যি সত্যি ফাঁস হইয়াছিল কি হয় নাই ইহার চূড়ান্ত রায় দেওয়ার সুযোগ আমাদের নাই। তবে সংশ্লিষ্ট মহলের তদন্ত রিপোর্ট অগ্রহণযোগ্য হইয়াছে। কোন কোন মহল মনে করেন যে, বিশেষ কোচিং সেন্টারের সাথে মেডিক্যাল কলেজের কাহারও কাহারও সংযোগ রহিয়াছে। তাই সেন্টারটির ইমেজ রক্ষা করার জন্য তদন্ত করা হইয়াছে দায়সারাভাবে। আমরা মনে করি, এই সন্দেহ ভঞ্জন করার জন্য পুনর্বার তদন্ত করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে এই কথাও বলা দরকার যে; প্রায় প্রতি বছরই মেডিক্যালে ভর্তির বিষয় নিয়া কথা উঠে। সংশ্লিষ্ট মহলের জন্য ইহা সম্মানজনক নয়। প্রশ্নপত্র এমনভাবে রাখা উচিত যাহাতে কাক পক্ষীও টের না পায়। আলোচ্য ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হইল, বিনা বাতাসে নদী নড়ে না। সংগ্রামরত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ ষোলআনা সত্য এই কথা বলি না। তবে একেবারে অসত্য তেমন না-ও হইতে পারে। তাই বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। সাথে সাথে আমরা এই কথাও বলিতে চাই যে, উস্কানি দিয়া বিরোধ সৃষ্টি করার কোন মানে নাই। এই ধরনের অভিযোগ উঠা চিরদিনের মত বন্ধ করা প্রয়োজন।